উদ্যোগ উন্নয়ন নোট
বিষাণ সান্যাল
নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক দ্বারা সৃষ্ট

উদ্যোক্তার সংজ্ঞা:

কোন একজন বা অনেক ব্যক্তি মিলে দৃঢ় চিত ও মনোবল নিয়ে তাদের ঝুঁকি গ্রহণকারী মানসিকতা, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতার মাধ্যমে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে উদ্যোগ নেয় তাদের উদ্যোক্তা বলে।

উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য:

1। কঠোর পরিশ্রমী:
একজন উদ্যোক্তার কর্মস্পৃহা বেশি হবে। ব্যবসা যখন ব্যর্থ হবেই তখনও কঠোর পরিশ্রম করে ঘাম ঝরিয়ে এবং ধৈর্য সহকারে সেই ব্যবসাকে ধরে রাখাটাই উদ্যোক্তার মূল কাজ।
2। উদ্যোক্তার উষ্চাকাঙ্ক্ষা:
একজন উদ্যোক্তা সবসময় উষ্চাকাঙ্ক্ষী হবে এবং তার এই উষ্চাকাঙ্ক্ষী মনোভাব তাকে শক্তিশালী করবে সমস্ত বাধা বিপত্তি তার দুশ্চিন্তা দুর করে সাফল্যকে ত্বরান্বিত এবং দুর্ভাগ্যকে জয় করার ক্ষমতা যোগাবে।
3। ইতিবাচক মনোভাব:
একটি ব্যবসাকে সফল করতে হলে উদ্যোক্তা কে ইতিবাচক মানসিকতা সম্পন্ন হতে হবে।
4। স্বাধীনচেতা:
একজন উদ্যোক্তা নিজের ব্যবসার ক্ষেত্রে পরমুখাপেক্ষী না হয় স্বাধীনচেতা মনোভাব সম্পন্ন হবে।
5। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন:
একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উদ্যোক্তা বিভিন্ন কাঁচামাল প্রযুক্তি এবং বাজারের গতিশীলতা সম্পর্কে পূর্বানুমান করতে পারলে সে সফলভাবে ভবিষ্যতে ব্যবসা কে সাফল্যমন্ডিত করতে পারবে।
6। সাংগঠনিক দক্ষতা:
ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণসমূহ সুষ্ঠুভাবে সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও যথাযথভাবে কাজে লাগানোর উপর ব্যবসার সাফল্য নির্ভরশীল। এই কারণে একজন উদ্যোক্তা কে সফল সংগঠক হতে হবে।
7। উদ্ভাবনী শক্তি:
একজন সফল উদ্যোক্তা অবশ্যই একজন সৃজনশীল এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া প্রয়োজন। ভবিষ্যতে সম্ভাব্য চাহিদা এবং প্রয়োজনের সাথে সংগতি রেখে উদ্যোক্তা নতুন নতুন পণ্য বা সেবা ধারণা, কর্মপন্হা উৎপাদন কৌশল এবং বাজারের নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার, তহবিল ও নতুন কাঁচামালের উৎস সন্ধানের প্রয়াস চালানো উদ্যোক্তার অন্যতম কাজ। যেমন টাটা, বিড়লা কিলোস্কার প্রভৃতি কোম্পানির উদ্ভাবনী কার্যকলাপ দেশে নতুন নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।
8। প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা
9। ধৈর্য ও কষ্টসহিষ্ণুতা
10। শারীরিক ও মানসিক শক্তি
11। গতিশীল নেতৃত্ব
12। চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস।

ব্যবসায় উদ্যোগ:

মুনাফার আশায় ঝুঁকি গ্রহণ করে অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে।
উদাহরণস্বরূপ তুমি বিভিন্ন সাজগোজের জিনিস তৈরি করতে পার। বড়বাজার থেকে কাঁচামাল ক্রয় করে তা কাজে লাগিয়ে তুমি যদি সাজগোজের জিনিস তৈরি করে তা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্রেতার কাছে বিক্রয় করো এবং মুনাফা করো তা একটি ব্যবসায় উদ্যোগ এর উদাহরণ।

ব্যবসায় উদ্যোগ এর বৈশিষ্ট্য:

1। ব্যবসা স্থাপন সংক্রান্ত সকল কর্মকান্ড সুচারুরূপে পরিচালনা করতে ব্যবসায় উদ্যোগ সহায়তা করে
2। ব্যবসায় উদ্যোগ ঝুঁকি গ্রহণ করতে এবং ঝুঁকি পরিমাপ করতে সাহায্য করে।
3। ব্যবসায় উদ্যোগ এর ফলাফল হল একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। এর অর্থ হল ব্যবসায় উদ্যোগ সম্পর্কে ধারনা ব্যবসা সংক্রান্ত কোন চিন্তাভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে সাহায্য করে।
4। ব্যবসায় উদ্যোগ এর আরেকটি ফলাফল হল কোন একটি দ্রব্য বা পরিষেবা।
5। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি সফলভাবে পরিচালন।
6। ব্যবসা উদ্যোগের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজের উপার্জনে ব্যবস্থা করতে পারেন।
7। ব্যবসায় উদ্যোগ এর মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অন্য লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে।
8 । ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং মূলধন গঠন নতুন সম্পদ সৃষ্টি করা যায়।
9। ব্যবসায় উদ্যোগ দেশের আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। যেমন ব্যবসায় উদ্যোগ কেন্দ্র করে গুজরাটের আমূল শহরটি একটি দুধ এর সমবায় কেন্দ্রিক গড়ে উঠেছে এবং জামশেদপুর টাটার সহায়তায় টাটানগর নামক আধুনিক শহরে পরিণত হয়েছে।
10। মুনাফার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক দায়বদ্ধতা গ্রহণ করে ব্যবসায় উদ্যোগ। ব্যবসায় উদ্যোগ উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করে।

উদ্যোগ ও উন্নয়নের সম্পর্ক:

1। সম্পদের ব্যবহার: উদ্যোগের বিস্তার মূলধনের গতিশীলতা, অব্যবহৃত সম্পদের ব্যবহার এবং মানব সম্পদের দক্ষ নিয়োগ সুনিশ্চিত করে।
2। মূলধন গঠন: উদ্যোগ থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত দেশের মূলধন গঠন করে।
3। জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি: উদ্যোগ সৃষ্টি হলে মূলধন গঠন হয় এবং মূলধন গঠন হলে দেশের জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পায়।
4। কর্মসংস্থান সৃষ্টি: নতুন নতুন উদ্যোগের বিস্তার কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।
5। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি: উদ্যোগের প্রয়োজনে উদ্যোক্তা মানব সম্পদের যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন তার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হয়। যেমন ভারতে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রচুর মানুষকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করেছে।
6। পরনির্ভরশীলতা হ্রাস: উদ্যোগ গ্রহণের মানসিকতা থাকলে মানুষ সহ নির্ভরশীল হতে পারে এবং তাদের পরনির্ভরশীলতা হ্রাস পায়।
7। শিল্পোন্নয়ন: দেশে উদ্যোগ যত বৃদ্ধি পাবে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হবে
8। প্রযুক্তির উন্নয়ন: নতুন নতুন উদ্যোগ প্রযুক্তি উন্নয়নে সহায়ক। যেমন এন্ড্রয়েড, 4জি, 5জি প্রযুক্তি।
9। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
10। উদ্যোগ উন্নয়নের পশ্চাদ্বর্তী এবং সম্মুখমুখী সম্পর্ক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে।
11। উদ্যোগ উন্নয়ন অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ দূর করতে পারে।
12। উদ্যোগ উন্নয়নের বিস্তার স্থানীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে।

ব্যবসায় উদ্যোগ গড়ে তোলার অনুকূল পরিবেশ

1। উন্নত পরিকাঠামো।
2। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা।
3। আর্থ সামাজিক স্থিতিশীলতা।
4। অনুকূল আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা।

5। প্রশিক্ষণের সুযোগ।
6। পর্যাপ্ত মূলধনের সহজপ্রাপ্যতা।
7। রাজনৈতিক স্থিরতা।

ভারতের উদ্যোগ উন্নয়নে বাধা:

1। সঠিক পরিকল্পনার অভাব।
2। চাকরির প্রতি অধিক আগ্রহ
3। বৃত্তিমূলক এবং কারিগরি প্রশিক্ষণের অপর্যাপ্ততা
4। প্রচার প্রচারণার অভাব
5। প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাব
6। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব
7। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে উদ্যোক্তাদের যোগাযোগের অভাব।

ভারতে উদ্যোগ উন্নয়নে বাধা দূরীকরণের উপায়:

1। সুষ্ঠু ও বাস্তব নির্ভর পরিকল্পনা প্রণয়ন।
2। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পর্ক স্থাপন শিক্ষাব্যবস্থায় উপযুক্ত মানব সম্পদ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়
3। সরকারি বাজেটে উদ্যোগ উন্নয়নে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে এবং সেই অর্থ যাতে যথাযথভাবে ব্যবহার হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে।
4। গ্রামীণ উদ্যোগ উন্নয়নের বিকাশ মানুষের কৃষি নির্ভরশীলতা হ্রাস করতে পারে। এই উদ্যোগের বিকাশ খুবই জরুরী।
5। নারীদের মধ্যে উদ্যোগ উন্নয়নের বিকাশ করাতে পারলে তারা স্বনির্ভরশীল হবে এবং তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
6। উন্নয়ন ব্যাংক গুলিকে বিভিন্ন গ্রামীণ ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের সহায়তায় আরও সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

ভারতের উদ্যোগের বৃদ্ধি:

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালে উদ্যোগের বিস্তার:
ভারতে উদ্যোগের বিস্তার শুরু হয়েছিল প্রায় ঋকবেদের সময় থেকে যখন সমাজে ধাতব পদার্থের উপর হস্তশিল্পের কদর ছিল। ভারতে হস্ত ও কারুশিল্প প্রচলন প্রায় মানব সভ্যতার সমসাময়িক।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে উদ্যোগের বিস্তার
1948 সালের শিল্পনীতিতে সরকার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়।
1। সরকারি এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষমতার সঠিক বন্টন।
2। শিল্পায়নের গতিকে অব্যাহত রাখতে বর্তমান শিল্প কেন্দ্র গুলির থেকে শিল্প বিস্তার কে অন্যান্য নগর শহর এবং গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়ার নীতি।
3। উদ্যোগ উন্নয়নকে নির্দিষ্ট কিছু জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে শিল্প সম্ভাবনাময় একটি বৃহৎ সামাজিক স্তরের জনসংখ্যার কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোগের ভূমিকা:
1। উদ্যোগ মানুষের সঞ্চয় কে গতিশীল করে মূলধন গঠনের সহায়ক।

2। উদ্যোগ খুব অল্প সময়ে বৃহদায়তন কর্মসংস্থানে সহায়ক অর্থাৎ উদ্যোগ সমস্ত আর্থসামাজিক সমস্যার মূলে যে বেকারত্ব তা হ্রাস করতে পারে।
3। উদ্যোগ ভারসাম্য যুক্ত স্থানীয় উন্নয়নের সহায়ক।
4। উদ্যোগের বিকাশ অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ কে কমাতে পারে।
5। উদ্যোগ দেশের স্বার্থে আয়, সম্পদ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার পুনর্বণ্টনের সহায়ক।
6। উদ্যোগ অব্যবহৃত ও অলস সম্পদ, মূলধন এবং দক্ষতা কে গতিশীল করে উৎপাদনে সহায়তা করতে পারে।
7। উদ্যোগের বিকাশ পশ্চাদ্বর্তী এবং সম্মুখবর্তী সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।
8। অবশেষে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগের ভূমিকা হল উদ্যোগ দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি করে বৈদেশিক মুদ্রা ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নিশ্চিত করে।

নারী উদ্যোগ

নারী উদ্যোক্তা তে পৌঁছায় একজন নারী বা একদল নারী যারা একটি সংগঠন খোলায় বা একটি ব্যবসায় উদ্যোগ কে পরিচালিত করে।
শুমপিটার এর মতে যে সকল নারী উদ্ভাবন করে,একটি ব্যবসা শুরু করে এবং চালু ব্যবসাকে নতুন অবয়বে সাজিয়ে সমৃদ্ধ করে তাদের নারী উদ্যোক্তা বলা হয়।
ভারত সরকারের মতে নারী উদ্যোগ হলো সে সকল উদ্যোগ যে উদ্যোগ নারী মালিকানাভুক্ত এবং নারী নিয়ন্ত্রিত আর 51% মূলধন নারীদের আওতাভুক্ত এবং 51% শ্রমিক নারী।
নারী উদ্যোক্তার ভূমিকা
ফ্রেদেরিক হারবিশন পাঁচটি নারী উদ্যোক্তার কার্যকলাপ চিহ্নিত করেছেন।
1। একটি নতুন ব্যবসায় উদ্যোগ শুরু করবার কতটা সম্ভাবনা আছে তা যাচাই করা।
2। ঝুঁকি গ্রহণ করা এবং ব্যবসাসংক্রান্ত অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মোকাবিলা করা।
3। উদ্ভাবনের সৃষ্টি এবং নতুন আবিষ্কৃত উদ্ভাবনকে অনুকরণ করা।
4। ব্যবসাতে সংযোগ স্থাপন, প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ করা।
5। ব্যবসা দেখভাল এবং নেতৃত্ব দেওয়া।

নারী উদ্যোক্তাদের সমস্যা:

1। অর্থ সংস্থানের সমস্যা- সাধারণত নারীদের নামে কোন সম্পত্তি থাকেনা বলে তাদের পক্ষে সম্পত্তি বন্ধক রেখে তহবিল সংগ্রহ খুবই কঠিন কাজ। নারীদের পক্ষে বাহ্যিক তহবিল এর উৎস ব্যবহার প্রায় অসম্ভব।
এছাড়া ব্যাঙ্কগুলি নারী উদ্যোক্তা কে নিরুৎসাহিত করে এই বিশ্বাসে যে তারা যেকোন সময় তাদের ব্যবসা ছেড়ে গৃহকর্মী মন দিতে পারে এবং এইজন্য নারী উদ্যোক্তাদের তারা খুব উন্নত মানের ঋণগ্রহীতা বলে মনে করেনা। তাই নারী উদ্যোক্তাদের বাহ্যিক তহবিলের অভাবে অধিকাংশ সময়ে নিজস্ব সঞ্চয় এবং বন্ধু বা আত্মীয়ের কাছ থেকে ঋণের ওপর নির্ভর করতে হয়।
2। কাঁচামালের অভাব- বেশিরভাগ নারীই উদ্যোগ কাঁচামালের অভাবে ভোগেন এবং প্রয়োজনীয় উৎপাদনের উৎপাদনের উপাদান সংগ্রহ করতে পারে না।
3। কঠিন প্রতিযোগিতা- নারী উদ্যোক্তা যথাযথ তহবিল সংগ্রহ করতে পারে না তাদের পক্ষে বিজ্ঞাপন এবং প্রসার করা সম্ভব নয় কিন্তু তারা তাদের দ্রব্য ও পরিষেবা কে বাজারজাতকরণ করতে কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয় সংগঠিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা। সর্বশেষে নারী উদ্যোক্তা দেউলিয়া হয়ে যায়।
4। সীমিত গতিশীলতা- নারীদের পক্ষে আমাদের দেশে যেকোনো জায়গায় বাস করা সম্ভব নয়। একজন নারী এখনো আমাদের দেশে যদি বসবাসের যোগ্য একটি ঘর খুঁজে তাকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়। এছাড়া অফিসে কতভাবে নারীদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয় তার ফলে তাদের পক্ষে উদ্বেগ স্থাপন আরও কঠিন হয়ে পড়ে।
5। পারিবারিক সংযোগ- ভারতে শিশুদের দেখবেন এবং পরিবারের সদস্যদের দেখবাল নারীদের প্রাথমিক দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। এ সকল ক্ষেত্রে পুরুষদের দায়িত্ব গৌণ। তাই নারীদের ব্যবসা এবং পরিবারের মধ্যে একটি ভারসাম্য স্থাপন

করে চলতে হয় যাহা তাদেরকে ব্যবসায় সম্পূর্ণ শক্তিও সময় দিয়ে জড়িত হতে দেয় না। নারীদের ব্যবসায়ী অংশগ্রহণ তার স্বামীর সাহায্য এবং অনুমতি সাপেক্ষে হয়।
6। শিক্ষার অভাব- ভারতের নারী শিক্ষার হার কম। প্রায় 3/5 অংশ নারী এখনও অশিক্ষিত। নারীদের অশিক্ষা অনেক ক্ষেত্রে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং ব্যবসা স্থাপন এবং ব্যবসা সঞ্চালন তাদের পক্ষে কঠিন।
7। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ- সংবিধানে লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার কথা থাকলেও বাস্তবে ভারতীয় সমাজে নারীদের অবলা বলে মনে করা হয়। এই মানসিকতা নারীদের ব্যবসায় উদ্যোগ ব্রতী হওয়া একটি প্রধান অন্তরায়।
8। সীমিত ঝুঁকি গ্রহণ ক্ষমতা- উদ্যোক্তাদের সফল হওয়ার একটি অন্যতম শর্ত হলো সঠিক ঝুঁকি গ্রহণ ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া। ভারতীয় নারীরা ছোটবেলা থেকে অশিক্ষার অন্ধকারে থাকে এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর না হওয়ায় তারা একটি সুরক্ষিত জীবনযাপন করে।
9। এছাড়া পরিকাঠামোর অভাব, বিদ্যুৎ শক্তির অপর্যাপ্ততা, ব্যয়বহুল উৎপাদন পদ্ধতি, সামাজিক মনোভাব এবং আর্থসামাজিক সীমাবদ্ধতা নারীদের উদ্যোগ বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

গ্রামীণ উদ্যোগ:

Khadi and Village Industries Commission (KVIC) এর মতে ' গ্রামীন শিল্প বলতে বোঝায় যা গ্রামীণ এলাকায় গড়ে ওঠে যে এলাকার জনসংখ্যা 10 হাজারের কম এবং তারা এমন দ্রব্য পরিষেবা উৎপাদন করে চা বিদ্যুৎ এর উপর নির্ভরশীল হতেও পারে আবার নাও হতে পারে এবং তাদের মাথাপিছু স্থির মূলধন একজন ব্যক্তি বা কর্মীর এক হাজার টাকার বেশি নয়।
বর্তমানে ভারত সরকার গ্রামীণ শিল্পের সংজ্ঞা একটু পরিবর্তন করেছেন যাতে এই গ্রামীণ শিল্পের বিস্তার সম্ভব হয়। সরকারের বর্তমান সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন শিল্প যা কোন গ্রামীন এলাকায় বা ছোট শহরে যার জনসংখ্যা কুড়ি হাজারের কম এবং সেই শিল্পে বিনিয়োগ তিন কোটি টাকার কম তাদেরকে গ্রামীণ শিল্প বলে।
গ্রামীণ শিল্পের প্রয়োজনীয়তা

1। গ্রামীন শিল্প যেহেতু শ্রমনির্ভর হয়ে থাকে তাই এই শিল্পে জীবিকা সৃষ্টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ ছদ্মবেশী বেকারত্ব এবং অর্ধ বেকারত্ব দূরীকরণে সম্ভাবনাময়।
2। গ্রামীন শিল্প জীবিকা সৃষ্টি করে গ্রামীণ এলাকার মানুষের আয়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। বলতো গ্রাম-শহরের বৈষম্য দূর হয়।
3। গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ গ্রামীণ এলাকায় অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে উৎসাহিত করে এবং ভারসাম্য যুক্ত স্থানীয় উন্নয়নের সহায়ক হয়।
4। গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন একটি পঞ্চায়েত এলাকার উন্নয়ন সম্ভব করে তোলে ।
5। গ্রামীণ শিল্প দেশের প্রাচীন শিল্পশৈলী এবং সৃষ্টিশীলতার ঐতিহ্যকে সুরক্ষিত এবং উন্নত করতে সহায়ক। যেমন বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা শিল্প, পুরুলিয়ার বাগমুন্ডি মুখোশ গ্রাম প্রভৃতি।
6। গ্রামীন শিল্প গ্রামীণ এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক। ফলত এই শিল্প গ্রামীণ এলাকা থেকে নাগরিক এলাকায় অভিপ্রয়াণকে হ্রাস করে এবং শহরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি রোধ, বস্তি এলাকায় বৃদ্ধি রোধ , সামাজিক অস্থিরতা এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।
7। পরিশেষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল গ্রামীন শিল্প পরিবেশবান্ধব হওয়াতে এই শিল্প ধ্বংস বিহীন উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে সহায়ক।

পরিকল্পনাকালে গ্রামোন্নয়নের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভূমিকা
বিশেষ করে নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামীণ ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের বিকাশে কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয় সেগুলি হল

গ্রামীণ উদ্যোগের সমস্যা

গ্রামীণ উদ্যোগকে কিভাবে উন্নয়ন করা যায়?

1। গ্রামীণ এলাকায় কাঁচামালের সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে।

2। উদ্যোগ বিকাশের অন্যতম শর্ত হলো তহবিলের যোগান। গ্রামীণ উদ্যোগ বিকাশে সহজ শর্তে সময়োপযোগী ঋণ সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে। এই ক্ষেত্রে নাবার্ড এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

3। গ্রামীণ শিল্পের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে আধুনিক পরিকাঠামোসম্পন্ন সাধারণ উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের কেন্দ্র তৈরি করতে হবে এবং সেগুলিকে উন্নত করতে হবে। বিশেষ করে যেসব এলাকায় উৎপাদন এবং সমৃদ্ধি ভবন অসম্পন্ন সেখানে তৃতীয় বিক্রেতাকে সামনাসামনি বাজারে বিনিময় করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রয়োজনে সরকারকে আইন করে নিজেদের ঐসকল দ্রব্য ক্রয় করে রপ্তানি করতে সাহায্য করতে হবে।

4। গ্রামীণ উদ্যোগে একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই সকল উদ্যোগ এর উত্তর তাঁরা নিজেরা স্বেচ্ছায় উদ্যোগ গ্রহণ করে না বরং বাধ্য হয়ে উদ্যোগ গ্রহণে ব্রতী হয় যার ফলে তাদের উদ্যোগ পরিচালনার প্রয়োজনীয় দেন এবং দক্ষতা থাকেনা। তাই এই সকল উদ্যোক্তা উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় মানসিকতা এবং দক্ষতা বর্ধনের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রয়োজন যেমন Entrepreneurship Development Programmes(EDP), Women Entrepreneurshīip Development Programmes (WEDP), Training of Rural Youth for Self-employment (TRYSEM) ইত্যাদি।

5। গ্রামীণ উন্নয়ন বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভারসিটিতে উদ্যোগ উন্নয়নের শিক্ষা প্রদান।

6। অনেক সময় দেখা যায় শিল্প স্থাপনে সুযোগের অভাব নয় সুযোগ আছে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল অভাব প্রকট হয়ে ওঠে। তাই উদ্যোক্তাদের কাছে শিল্প স্থাপনে কি কি সুযোগ সুবিধা আছে তার তথ্য পৌঁছে দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

7। গ্রামীণ উদ্যোক্তারা নির্দিষ্ট দ্রব্য উৎপাদনে বাণিজ্য করতে পারে তা সুনিশ্চিত করতে তাদের স্থানীয় রসদ ব্যবহার করে শিল্প স্থাপনের জন্য বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা সঠিক প্রশিক্ষণ দান করা প্রয়োজন। সরকারকে জন্য অর্থ সংস্থান করতে হবে।

8। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে যে সরকার ছাড়া উপ-সহকারী সংগঠন যা এনজিও নামে পরিচিত তারা গ্রামীণ উদ্যোগ বিকাশে খুবই সহায়কহতে পারে।

গ্রামীণ উদ্যোগ বিকাশে এনজিওর ভূমিকা

গ্রামোন্নয়নের বই দেখ।

উদ্যোক্তার প্রকল্প প্রতিবেদন রুপায়নে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ

1। সাধারণ তথ্য- একটি প্রকল্প প্রতিবেদন এই প্রকল্পটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত শিল্পের সম্ভাবনা উল্লেখ থাকবে। ওই শিল্পের অতীত কর্মক্ষমতার উল্লেখ থাকবে। ওই শিল্পের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকবে যাতে ওই শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য, উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পে রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রে ভূমিকা বিনিয়োগকারী মূলধনের বন্টন, প্রযুক্তি ব্যবহারের ধরন ইত্যাদির বর্ণনা থাকবে। এবং এর সাধারন তথ্যের মধ্যে ওই উদ্যোক্তা যে এই উদ্যোগ স্থাপনে সামর্থ্য তার তথ্য থাকতে হবে।

2। বিকল্প উৎপাদনের একটি প্রাথমিক আলোচনা থাকবে- এই অংশে বর্তমান চাহিদা এবং যোগানের পার্থক্য উল্লেখ থাকবে। এখানে প্রত্যেকটি যাদের লাইসেন্স বা অভিপ্রায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে তাদের অর্থাৎ অনুমোদিত চালু প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতার এবং প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ সমন্বিত তথ্য থাকবে। প্রাথমিক স্তরে উৎপাদকের কাছে বিকল্প আছে তার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। এখানে প্রকল্পটির অবস্থান এবং তার তাৎপর্য উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। প্রকল্পটি রুপায়ণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন আছে কিনা তা উল্লেখ করতে হবে এবং কি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন তাও উল্লেখ করা দরকার। বিভিন্ন দিগন্ত উৎপাদনের মুনাফা সম্পর্কিত ধারণা থাকা দরকার। এই প্রতিবেদনে প্রকল্পের বিনিয়োগের রিটার্ন

আর পরিমাপ করে তা প্রদর্শন করতে হবে। বিভিন্ন বিকল্প উৎপাদনের দেয় পরিমাপ এবং তার প্রত্যাবর্তন এর পরিমান প্রদর্শন করতে হবে।

3। প্রকল্পের বর্ণনা**-** প্রকল্পের সম্ভাবনা ব্যবহৃত প্রযুক্তি বা উৎপাদন পদ্ধতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবে। প্রকল্পের অবস্থান সর্বোত্তম কিনা সে সম্পর্কিত তথ্য প্রকল্প প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। পরিবেশের উপর প্রভাব সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য প্রকল্প প্রতিবেদনে প্রকল্প জনিত দূষণ , পরিবেশগত বিভাজন ইত্যাদি স্থানীয় এলাকার জনসংখ্যা, জল ব্যবহারের পরিমাণ ,বাতাস , জমি উদ্ভিদ এবং পশু পাখির উপর প্রভাব বিস্তার করবে কিনা সে সম্পর্কিত তথ্য থাকবে ।

4। বাজারজাতকরণের পরিকল্পনা**-** প্রকল্প প্রতিবেদন বাজারজাতকরণের পরিকল্পনার তথ্য চাহিদা এবং বিভিন্ন এলাকায় প্রস্তাবিত সুগারের তথ্য থাকবে। গুগল থেকে যেসব এলাকায় বাজারজাতকরণ করার কথা ভাবা হচ্ছে এবং যোগান সম্পর্কিত পরিমাপের পদ্ধতি এবং ব্যবহৃত তথ্য প্রদর্শন করতে হয়। প্রতিবেদনে মূল্য সংবেদনশীলতার একটি অনুমান থাকা দরকার। প্রতিবেদনে দ্রব্যমূল্যের অতীত প্রবণতা সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণ থাকবে।

5। মূলধন এর প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যায় **-** উন্নত পরিমাপ যুক্তরাজ্য এবং সম্পূর্ণ হতে হবে। বিভিন্ন ব্যয় সম্পর্কে তথ্য সাবধানতার সঙ্গে সংগ্রহ এবং প্রদর্শন করতে হবে।

6। প্রকল্প চালু হবার পর প্রয়োজনীয় ব্যায় **-** বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবার পর প্রকল্প চালু রাখার পরিচালনা খরচ প্রদর্শন করতে হবে। পরিচালনা খরচের মধ্যে কাঁচামাল, অন্তর্বর্তী দ্রব্য, জ্বালানি , শ্রম, ইউটিলিটি, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, বিক্রয় করার খরচ এবং অন্যান্য খরচের উল্লেখ থাকতে হবে।

7। আর্থিক বিশ্লেষণ **-** প্রকল্পের আর্থিক বিশ্লেষণ প্রদর্শন করতে হয় প্রকল্পটির আদৌ আর্থিক কার্যকরীতা আছে কিনা তার ধারণা পাওয়ার জন্য। প্রকল্পের একটি উদ্বৃত পত্র প্রদর্শন করতে হবে। ব্যুরো অফ পাবলিক এন্টারপ্রাইজ নিয়ম অনুযায়ী অবচয় প্রদর্শন করতে হবে। ডিপার্টমেন্ট অফ ইকনোমিক আফেয়ারস থেকে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনীয়তার অনুমোদন নিতে হবে। সম্ভাবনা প্রতিবেদনে মুখ্য শিল্প জনিত আয়কর ছাড়, পশ্চাদ্বর্তী এলাকার উৎসাহ বর্ধক সুবিধা, ক্রমবর্ধমান অবচয় ব্যয় প্রভৃতি উল্লেখ থাকতে হবে। একটি সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ প্রদর্শন করতে হবে। এই প্রতিবেদন যদি দ্রব্যের দাম এবং ধরণ পরিবর্তন হয় তাহলে প্রকল্পের রিটার্নের হার এবং সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা দেবে।

8। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ**-** প্রকল্পটির সামাজিক মুনাফা বিশ্লেষনের জন্য ব্যয় এবং প্রত্যাবর্তন সম্পর্কিত তথ্য একটু সমন্বয় প্রয়োজন । প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরীর সময় উদ্যোক্তা তার প্রকল্পের বৈদেশিক বাণিজ্য, পরোক্ষ ব্যয় এবং পরোক্ষ লাভের উপর প্রভাব সম্পর্কিত একটি ধারণা প্রতিবেদনে জুড়বে। যদি একটি পরিমাপ ও না করা যায় এটার ব্যাখ্যা এবং গুরুত্বের উপর জোর দিতে হবে।

9। অন্যান্য বিষয়**-** এছাড়া প্রকল্প বিশেষে অন্যান্য বিষয় প্রকল্প প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে । উদাহরণস্বরূপ প্রকল্পের আয়তন অনুযায়ী এবং বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রকল্পে কম্পিউটার ব্যবহৃত হবে কিনা বা নগদ প্রবাহ বিবৃতি বা একাউন্টিং পদ্ধতি বা ইলেকট্রনিক তথ্য প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা ইত্যাদির উল্লেখ থাকতে।